# WBCS MAINS 2022

BENGALI

# GRAMMAR & DESCRIPTIVE

LIVE 07:00PM | 01 AUGUST 2022

# BENGALI GRAMMAR

টেক্কা দেওয়া (ছাড়িয়ে যাওয়া)।
টিকি বাঁধা (বাঁধা পড়া)।
টিপ্পনী কাটা (সকল বিষয়ে খুঁত ধরা)।

## ঠ

☆ ঠুঁটো জগন্নাথ (অকর্মণ্য)।
☆ ঠোঁট কাটা (স্পষ্টবাদী)।
☆ ঠক বাছতে গাঁ উজাড় (মন্দ লোকের সংখ্যা বেশি)।
ঠেকা দেওয়া (কোনোক্রমে চালিয়ে দেওয়া)।
ঠেকায় পড়া (সমস্যায় পড়া)।
ঠগের নেমন্তন্ন (মিথ্যা প্রলোভন)।
ঠেলার নাম বাবাজী (বিপদে পড়লে অবজ্ঞাত মানুষকে সমাদর করা)।

## ড

☆ ডিগবাজি খাওয়া (অবস্থান বদল করা)।
☆ ডাকাবুকো (দুঃসাহসী)।
ডুবে ডুবে জল খাওয়া (গোপনে কার্যসিদ্ধি করা)।
☆ ডুমুরের ফুল (অদৃশ্য বস্তু)।
ডুব মারা (আত্মগোপন করা)।
☆ ডান হাতের ব্যাপার (আহার)।
ডামাডোলের বাজার (বিশৃঙ্খল অবস্থা)।
ডাল ভাঙা ক্রোশ (অনেক দূরের পথ)।
☆ ডান হাত (প্রধান সহায়)।
ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না (আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি)।

## ঢ

☆ ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার (অসহায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী)।
☆ ঢাক পেটানো (প্রচার করা)।
ঢাকের বাঁয়া (সঙ্গে থেকে সাহায্য করা)।
☆ ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে (স্বভাব না বদলানো)।
ঢাক ঢাক গুড় গুড় (গোপনীয়তা অবলম্বন করা)।
☆ ঢিমে-তেতালা (অত্যন্ত মন্থরগতি)।
ঢোক গেলা (ইতস্তত করা)।
☆ ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন (মূল পর্যন্ত বিনষ্ট করা)।
ঢেঁকি অবতার (নির্বোধ)।

## ত

☆ তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী)।
☆ তেলা মাথায় তেল দেওয়া (যেখানে আছে সেখানে দান)।
☆ তুলসী বনের বাঘ (ছদ্মবেশী শয়তান)।
☆ তীর্থের কাক (প্রত্যাশী ব্যক্তি)।
☆ তিলাঞ্জলি দেওয়া (সম্পূর্ণ সম্বন্ধ ত্যাগ করা)।
☆ তালকানা (যার হুঁশ থাকে না)।
☆ তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা (অত্যন্ত রেগে যাওয়া)।
☆ তালপাতার সেপাই (খুব দুর্বল শরীর)।
☆ তিলকে তাল করা (খুব বাড়ানো)
☆ তেল দেওয়া (তোষামোদ করা)।
☆ তুষের আগুন (দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণা)।
☆ তুরুপের তাস (বাজিমাতের ব্যবস্থা)।
তিন কাল গিয়ে এককাল ঠেকা (প্রায় বার্ধক্য)।
☆ তাল সামলানো (বিপদ ঠেকানো)।
তীরে এসে তরি ডোবা (সাফল্যের পূর্বমুহূর্তে সব পণ্ড)।
তিল কুড়িয়ে তাল (একটু একটু করে বড়ো জিনিস গড়ে তোলা)।
তাল ঘষলে গন্ধ মিঠা, নেবু ঘষলে হয় তিতা (ক্ষেত্র অনুযায়ী ফল লাভ)।
তাদের সম্পর্ক আদায়-কাঁচকলায় (সম্পূর্ণ বিরোধী)।

## থ

☆ থতমত খাওয়া (অপ্রস্তুত হওয়া)।
☆ থরহরি কম্পমান (ভয়ে কাঁপা)।
থই পাওয়া (নিশ্চিন্ত আশ্রয়)।
☆ থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড় (একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি)।

## দ

☆ দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা না বোঝা (হারিয়ে গেলে মূল্য বোঝা যায়)।
☆ দশচক্রে ভগবান ভূত (বহু ষড়যন্ত্রে সব মিথ্যা)।
দিন আনা দিন খাওয়া (কিছু সঞ্চিত না হওয়া)।
☆ দশের লাঠি একের বোঝা (একতাই বল)।
☆ দু-নৌকায় পা (দু'দিক সামলানো)।
দুমুখো সাপ (বিশ্বাসের অযোগ্য)।
☆ দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার (বিশৃঙ্খল অবস্থা)।

☆ দুষ্ট সরস্বতী (বদবুদ্ধি)।
☆ দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ (অস্থানে ভালো বস্তু)।
☆ দা-কুমড়ো (শত্রু ভাব)।
☆ দাঁত ফোটানো (আয়ত্ত করা)।
☆ দুধের মাছি (বিলাসে লালিত)।
☆ দু-কান কাটা (নির্লজ্জ)।
☆ দাঁও মারা (অপ্রত্যাশিতভাবে লাভ করা)।
দহরম মহরম (খুব খাতির)।
দন্তস্ফুট করা (বোধগম্য হওয়া)।
☆ দিনে ডাকাতি (প্রকাশ্যে প্রতারণা)।
দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পোষা (বিশ্বাসঘাতককে না বুঝে আশ্রয় দেওয়া)।
☆ দুষ্ট গোরুর থেকে শূন্য গোয়াল ভালো (খারাপ সহযোগীর চেয়ে না থাকা ভালো)।
দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ (একসঙ্গে কাজ করলে হারজিতের লজ্জা নেই)।
দাঁড় করানো (অনেক চেষ্টায় সফল হওয়া)।
দেহরাখা (পরলোক গমন করা)।
দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়াই (প্রাণপণ সংগ্রাম)।
দিল্লিকা লাড্ডু (যা পেলে অনুতপ্ত হয়, না পেলে হতাশ হয়)।
দুষ্টকে উঁচু পিঁড়ে (ক্ষতিকারক প্রভাবশালীকে বাহ্যিক সম্মান)।
দাতাকর্ণ (দানশীল ব্যক্তি)।

## ধ

☆ ধনুকভাঙা পণ (দৃঢ় প্রতিজ্ঞা)।
☆ ধান ভাঙতে শিবের গীত (অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা)।
☆ ধামাচাপা দেওয়া (গোপন করার চেষ্টা)।
☆ ধরি মাছ না ছুঁই পানি (কৌশলে কার্যসিদ্ধি)।
☆ ধর্মের কল বাতাসে নড়ে (সত্য প্রকাশিত হবেই)।
☆ ধরাকে সরা জ্ঞান (সবকিছুকে তুচ্ছ মনে করা)।
☆ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির (নিজেকে ধার্মিক মনে করা)।
☆ ধামাধরা (তোষামোদকারী)।
☆ ধর্মের ষাঁড় (নিষ্কর্মা)।
☆ ধনের ধর্মই অসাম্য (অর্থ অসাম্য আনে)।

## ন

☆ নয়নের মণি (অত্যন্ত আদরের)।
☆ নুন আনতে পান্তা ফুরোয় (খুবই দুঃস্থ অবস্থা)।
☆ ননীর পুতুল (শ্রমকাতর)।
☆ নখদর্পণ (সমস্ত সংবাদ রাখা / কণ্ঠস্থ)।
☆ নাড়ি নক্ষত্র জানা (সবজানা)।
☆ নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা (অক্ষমতা ঢাকতে অপরের দোষ দেওয়া)।
নাম ডোবানো (অসম্মান করা)।
☆ নিজের চরকায় তেল দেওয়া (নিজের কাজে মনযোগী হওয়া)।
☆ নয়ছয় (অপচয় করা )।
☆ নারদের নিমন্ত্রণ (সাধ্যের অতীত লোককে নিমন্ত্রণ)।
নিজের পায়ে কুড়ুল মারা (নিজের ক্ষতি নিজে করা)।
☆ নবমীর পাঁঠা (আসন্ন বিপদে ভয়গ্রস্ত)।
নুন খায় যার গুণ গায় তার (উপকারীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার)।
☆ না আঁচালে বিশ্বাস নেই (সাফল্যে সন্দেহ প্রকাশ করা)।
☆ নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো (না থাকার চেয়ে কিছু থাকা ভালো)।
নবাবী চাল (বিলাসিতা দেখানো)।
নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমানো (নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করা)।
☆ নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ (নিজের ক্ষতি করে অপরের সর্বনাশ করা)।
নবাব খাঞ্জা খাঁ (চালবাজ)।
নাজেহাল (হয়রান অবস্থা)।
নাকে কান্না (আদুরে কান্না)।
নাছোড়বান্দা (যে কিছুতেই ছাড়তে চায় না)।
নদীর কূলে বাস, ভাবনা বারো মাস (সর্বক্ষণ বিপদের মধ্যে থাকা)।
নাকানি-চোবানি (নাস্তানাবুদ হওয়া)।
নাম রাখা (খ্যাতি বজায় রাখা)।
নির্ধনের ধন হলে দিনে দেখে তারা (হঠাৎ ধনপ্রাপ্তির অহংকারে অসম্ভবকে সম্ভব করার কল্পনা)।
না রাম না গঙ্গা (কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকা)।

## প

☆ পায়ে ঠেলা (অবহেলা করা / উপেক্ষা করা)।
☆ পটলতোলা (মারা যাওয়া)।
☆ পরশুরামের কুঠার (সর্বসংহারক অস্ত্র)।
পরের ধনে পোদ্দারি (অন্যের টাকায় মাতব্বরি)।
☆ পুকুর চুরি (সর্বস্বচুরি)।
পরের মুখে ঝাল খাওয়া (অন্যের উপর নির্ভর করা)।
☆ পাথরকে কিল মারা (নিষ্ফল কষ্ট স্বীকার)।
☆ পরগাছা (পরের উপর নির্ভরশীল)।
☆ পি-পু-ফি-শু (অলস)।
☆ পোওয়া বারো (অত্যন্ত সৌভাগ্য)।
☆ পুঁটি মাছের প্রাণ (ক্ষুদ্রপ্রাণ)।
☆ প্রহারেণ ধনঞ্জয় (প্রচণ্ড প্রহার)।
☆ পাথরে পাঁচ কিল (সৌভাগ্যের সূত্র)।
☆ পাকা ধানে মই (অপরের স্বার্থে আঘাত হানা)।
☆ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি (মারা যাওয়া)।
☆ পরকাল ঝরঝরে (ভবিষ্যৎ নষ্ট)।
পেটে খেলে পিঠে সয় (লাভের আশায় কষ্ট সহ্য করা)।
পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া (অকারণে বিবাদ)।
☆ পায়া ভারি (গর্ববোধ করা)।
পায়রার খোপ (দরিদ্রের কুঁড়ে ঘর)।
☆ পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে (পরিচিতের প্রকৃত কদর হয়)।
পারের কড়ি (পরকালের সঞ্চয়)।
পগার পার (আয়ত্তের বাইরে যাওয়া)।
☆ পিলে চমকানো (আকস্মিক ভয় পাওয়া)।
পেটভাতা (শ্রমের বিনিময়ে ভাত)।
পোঁধরা (ক্ষমতাবানের কথায় সায় দেওয়া)।
☆ পৌষ মাস (সুসময়)।
পান থেকে চুন খসা (সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি হওয়া)।
পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে (অবস্থার সঙ্গে আপস করা)।
পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে (পতনের পূর্বে মাত্রাধিক সক্রিয়তা)।
পর্বতের মূষিক প্রসব (বিপুল আয়োজনে সামান্য সফল)।
পকেট গড়ের মাঠ (শূন্য ভাণ্ডার)।
পিতলের কাটারি (অকর্মণ্য)।
পচাশামুকেও পা কাটে (তুচ্ছ শত্রুও ক্ষতি করে)।

## ফ

☆ ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া (অল্পে কাতর হওয়া)।
ফ্যালো কড়ি মাখো তেল (নগদ কারবার)।
☆ ফোড়ন কাটা (অযাচিত মন্তব্য করা)।
ফুলবাবু (শৌখিন মানুষ)।
ফুঁকে দেওয়া (নষ্ট করে দেওয়া)।
ফাঁকা আওয়াজ (বৃথা আস্ফালন)।
☆ ফাঁদ পাতা (কৌশল অবলম্বন)।
ফিকিরে ফকির (ভণ্ড ফকির)।

## ব

☆ বিনামেঘে বজ্রপাত (আকস্মিক বিপদ)।
☆ বাস্তু ঘুঘু (খুব চালাক)।
☆ বিড়াল তপস্বী (ভণ্ড)।
☆ বকধার্মিক (ভণ্ড)।
☆ বাক্যে সরস্বতী (বাক্যপটু)।
☆ ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব ব্যাপার)।
☆ বেল পাকলে কাকের কী (সুযোগহীন ব্যক্তির আপসোস)।
☆ বাপের বেটা (উপযুক্ত পুত্র)।
☆ বাঁ হাতের ব্যাপার (ঘুষ)।
☆ বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় (বড়োর চেয়ে ছোটোর প্রভাব বেশি)।
☆ বরের ঘরের পিসি কনের ঘরের মাসি (দু'পক্ষেই যোগাযোগ)।
☆ বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা (অযোগ্যের সুন্দর বস্তু লাভ করা)।
☆ বোবার শত্রু নেই (চুপ করে থাকলে শান্তি)।
☆ বাঘের দুধ (দুষ্প্রাপ্য বস্তু)।
☆ বালির বাঁধ (ক্ষণস্থায়ী)।
☆ বর্ণচোরা (যার স্বরূপ বোঝা যায় না)।
☆ বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা (বড়ো আঘাত নানা দিকে ক্ষতিকর)।
☆ বারো ভূতে খাওয়া (সম্পর্কহীনদের ভোগে লাগা)।
☆ বিদুরের ক্ষুদ (শ্রদ্ধাপূর্ণ সামান্য দান)।
☆ বিনা মেঘে জল (আকস্মিক লাভবান)।
☆ ব্যাঙের আধুলি (সামান্য অর্থ)।
☆ বিসমিল্লায় গলদ (শুরুতেই ভুল)।
বাগে পাওয়া (হাতে পাওয়া)।
বিড়ালের ভাগ্যে সিকে ছেঁড়া (আকস্মিক সৌভাগ্য)।

বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা (গুণহীনদের মাঝে অল্পগুণীর আধিপত্য)।
☆ বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খায় (ভয়ের কারণে অসম্ভব সম্ভব হয়)।
☆ বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো (প্রচুর আয়োজনেই ঢিলে ব্যবস্থা)।
☆ বয়সের গাছ পাথর (বয়সের হিসেব নেই)।
বিধি বাম (ভাগ্য বিরূপ)।
☆ বুকের পাটা (সাহস)।
☆ বারো মাসে তেরো পার্বণ (একের পর এক উৎসব)।
বারোহাত কাঁকুরের তেরো হাত বিচি (ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যবহার)।
বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা (দুরূহ কাজ)।
☆ বিড়াল বৈরাগ্য (ক্ষণস্থায়ী বৈরাগ্য)।
☆ বুনো ওল বাঘা তেঁতুল (উভয়েই সমান)।
☆ বিশ্বকর্মার পুত্র চামচিকে (কীর্তিমানের অক্ষম সন্তান)।
বুক দিয়ে পড়া (প্রাণপণ করা)।
☆ বিন্দুবিসর্গ (সামান্যতম)।
☆ বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর (মনিবের অনুপস্থিতিতে কাজে ফাঁকি দেওয়া)।
☆ বালির তাত অসহ্য (অধস্তনের কর্তৃত্ব অসহনীয় হয়ে যায়)।
বাজারে আগুন লাগলে পিরের ঘর মানে না (দুঃসময় মানুষের ভেদাভেদ করে না)।
বড়ো গাছেই ঝড় লাগে (বড়কে ঝামেলা সইতে হয়)।
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা (পৃথিবী বীরের উপভোগ্য)।
বুদ্ধি যার বল তার (বুদ্ধির জোরে অসম্ভব সম্ভব হয়)।
বিষ নেই কুলোপনাচক্র (ক্ষমতাহীন ব্যক্তির মিথ্যা আস্ফালন)।
বানরের গলায় মুক্তার মালা (অযোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান দেখানো)।
বক বিড়াল ব্রহ্মজ্ঞানী (দুষ্ট ব্যক্তিরা ভণ্ড ছদ্মবেশ গ্রহণ করে)।
বচনে জগৎ তুষ্ট (কথায় জগৎ তুষ্ট)।

## ভ

☆ ভস্মে ঘি ঢালা (অপাত্রে দান করা)।
☆ ভাঙে তবু মচকায় না (নত না হওয়া)।
☆ ভাগের মা গঙ্গা পায় না (অনেকের দায়িত্বে কাজ পণ্ড হয়)।
ভূতের বেগার (পণ্ডশ্রম)।
☆ ভুশুন্ডির কাক (অতিবৃদ্ধ বহুদর্শী ব্যক্তি)।
ভিটেয় ঘুঘু চরানো (সর্বস্বান্ত করা)।
☆ ভক্ত হনুমান (পরম অনুগত)।
☆ ভিজে বেড়াল (ভণ্ড)।
☆ ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না (খুব নিরীহ)।
ভাজে ঝিঙে তো বলে পটল (দারিদ্র্য গোপন করে ঐশ্বর্য প্রকাশ করা)।
ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া (জনতাকে উত্তেজিত করা)।
ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ (অপব্যয় করা)।
ভীমরতি ধরা (বুদ্ধি লোপ পাওয়া)।
ভাঁড়ে মা ভবানী (ভাণ্ডার শূন্য হওয়া)।
ভরাডুবি (সবকিছু নষ্ট হয়ে যাওয়া)।
ভুলের মাশুল (বোকামির দণ্ড)।
☆ ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই (নিকট আত্মীয়ের ঝগড়া)।
ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয় (সৌভাগ্যবান সবসময় সাহায্য পায়)।
☆ ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া (দানের জিনিস ভালোমন্দ বিচার উচিত নয়)।
☆ ভাগের মা (যৌথ ব্যাপার)।
ভরাডুবির মুষ্টিলাভ (সর্বনাশের পর সামান্য লাভ)।
ভগবানের মার দুনিয়ার বার (দৈব আঘাত প্রতিকার করা যায় না)।
ভিক্ষুকের একদোর বন্ধ শতদোর খোলা (সম্মানহীনা বহুজনের শরণাপন্ন হতে পারে)।
☆ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা (দৃঢ় প্রতিজ্ঞা)।
ভেড়ার পাল (বিবেচনা না করে কাজ করা)।

## ম

মনিহারা ফণী (প্রিয় বস্তুর অভাবে মৃতকল্প)।
☆ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম (জ্ঞানীদেরও ভুল হয়)।
☆ মেঘ না চাইতে জল (অপ্রত্যাশিত ফল)।
☆ মশা মারতে কামান দাগা (সামান্য ব্যাপারে বিরাট আয়োজন)।
☆ ম্যাও ধরা (ঝুঁকি নেওয়া)।
☆ মরা হাতি লাখ টাকা (সবসময় গুণীর গৌরব অক্ষুণ্ণ)।
☆ মণিকাঞ্চনযোগ (চমৎকার মিলন)।

মানিকজোড় (অভিন্নহৃদয়)।
☆ মুখের কথা (সহজ কাজ/কথার কথা)।
মামার বাড়ির আবদার (অন্যায় দাবি)।
☆ মিছরির ছুরি (মিষ্টিমুখে মর্মভেদী কথা)।
☆ মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন (সিদ্ধিলাভের প্রাণপণ চেষ্টা)।
☆ মুখে ফুলচন্দন পড়া (আশীর্বাদ করা)।
মাথা কাটা যাওয়া (লজ্জিত হওয়া)।
মাছের মায়ের কান্না (মায়াকান্না)।
☆ মাটির মানুষ (সরল বিশ্বাসী)।
☆ মান্ধাতার আমল (সুপ্রাচীন কাল)।
☆ মগের মুলুক (স্বৈরাচারী অবস্থা)।
☆ মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ (মহাপুরুষদের অনুসরণ করা)।
মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা (আঘাতের উপর আঘাত)।
মাথায় করে নাচা (প্রশ্রয় দেওয়া)।
মায়ের দয়া (বসন্তরোগ)।
মুখ তুলে চাওয়া (সৌভাগ্যের উদয় হওয়া)।
মুখে চুনকালি দেওয়া (কলঙ্ক লেপন করা)।
মাথা নেই তার মাথা ব্যথা (অপ্রয়োজনীয় ভাবনা)।
মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার (বড়ো কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করা)।
মাথার ঘাম পায়ে ফেলা (কঠোর পরিশ্রম)।
মুখে থাবা দিয়ে রাখা (কষ্ট করে সংযত রাখা)।
☆ মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত (সামান্য ব্যক্তির ক্ষমতাও সামান্য)।
মানুষ গড়ে বিধাতা ভাঙে (মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক)।
☆ মুখ পুড়িয়ে লঙ্কায় আগুন (নিজের ক্ষতি করে অপরের ক্ষতি)।
মশালটি আপনি কানা (অজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞান দান করতে পারে না)।
মাছের পাহারায় বেড়াল (খাদ্যের দায়িত্বে খাদক)।

য

☆ যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ (শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা)।
☆ যক্ষের ধন (ধরে রাখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা)।
☆ যমের অরুচি (যে মরে না)।
☆ যত গর্জে তত বর্ষে না (কথা বেশি কাজ কম)।
☆ যে সয় সে রয় (ধৈর্যশীলই টেকে)।
☆ যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল (উভয়েই সমান)।
যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে (মহাভারতে সব আছে)।
যার ধন তার নয়, নেপোয় মারে দই (একজনের দ্রব্য অপরের উপভোগ করা)।
যা বাহান্ন তাই তিপ্পান্ন (একই অবস্থা)।
যমের দোসর (ভয়ানক ব্যক্তি)।
যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা (অপ্রিয়জনের সবতেই দোষ দেখা)।
যার কর্ম তার সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে (যে কাজে যে অভ্যস্ত তার পক্ষেই সে কাজ করা সহজ হয়)।
যজ্ঞের ঘোড়া (নির্ভিকভাবে ছুটে বেড়ানো)।
☆ যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয় (বিপদের আশঙ্কা হলে তার উদয় হয়)।
যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা (অত্যন্ত স্পর্ধা হওয়া)।
যত দোষ নন্দ ঘোষ (সব কাজেই যাকে দোষী করা হয়)।
যে মাসে রবিবার নেই (অসম্ভব ব্যাপার)।
যিনি খান চিনি তাঁকে জোগান চিন্তামণি (বিধাতার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির কিছুই অসুবিধা হয় না)।
যে বিয়ের যে মন্ত্র (কার্যের উপযুক্ত ফল)।
☆ যেমন কর্ম তেমন ফল (পরিশ্রম অনুযায়ী ফল পাওয়া যায়)।
যদি হয় সুজন তেঁতুল পাতায় ন'জন (ভালো লোক অল্পে সন্তুষ্ট হয়)।
যাচলে সোনা চোদ্দো আনা (ভালো জিনিসও যাচলে মর্যাদা পায় না)।
☆ যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে (প্রকৃত কাজের লোক একসঙ্গে অনেক কাজ করতে পারে)।
যা চক্‌চক্ করে তাই সোনা নয় (বাইরের আকৃতিগত বস্তুর প্রকৃত মুল্য বোঝা যায় না)।

র

☆ রথ দেখা কলা বেচা (দুই উদ্দেশ্য সাধন)।
☆ রাবণের চিতা (চিরস্থায়ী যন্ত্রণা)।

☆ রাঘব বোয়াল (ক্ষমতাবান ব্যক্তি)।
☆ রফা নিষ্পত্তি (মীমাংসা)।
☆ রাশভারী (গম্ভীর প্রকৃতির)।
রাই কুড়িয়ে বেল (অল্পে অল্পে অনেক সঞ্চয়)।
রাজা উজির মারা (বড়ো বড়ো কথা বলা)।
☆ রগচটা (বদরাগী)।
রূপে কার্তিকের কনিষ্ঠ (বাহ্যিক সাজসজ্জা বেশি)।
রুই কাতলা (ক্ষমতাবান ব্যক্তি)।
☆ রাখে হরি মারে কে (ভাগ্যবান সবসময় নিশ্চিন্ত থাকে)
রাঙামুলো (রূপবান অথচ অপদার্থ)।
রাম না হতেই রামায়ণ (কোনো কিছু ঘটনার আগেই তার প্রচার)।
রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায় (প্রভাবশালীদের সংঘর্ষে সাধারণের জীবন নষ্ট)।
রতনে রতন চেনে শুয়োরে চেনে কচু (সমপ্রকৃতির লোক নিজেদের চিনে নেয়)।
রণের ঘোড়া (কাজের কথায় ছুটে যায়)।
☆ রাহুর দশা (কষ্টে থাকা)।

## ল

☆ লঙ্কা কাণ্ড (তুমুল কলহ)।
লাই দিয়ে মাথায় তোলা (প্রশ্রয় দেওয়া)।
☆ লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন (ধনী পৃষ্ঠপোষকের টাকায় যথেচ্ছ ব্যয় করা)।
লক্ষ্মীর মা ভিক্ষা মাগে (সংগতি সম্পন্ন মানুষের অভাব জানানো)।
লেজে গোবরে (নাজেহাল অবস্থা)।
লেজে খেলানো (নাস্তানাবুদ করা)।
লালাঝরা (লোভ প্রকাশিত হওয়া)।
লম্বা দেওয়া (পালিয়ে যাওয়া)।
লাগাম ছাড়া (অসংযত)।
লাভের গুড় পিঁপড়ে খায় (ন্যায্য প্রাপ্য দুর্ভাগ্যবশত হাতছাড়া হওয়া)।
☆ লক্ষ্মীর বরযাত্রী (সুসময়ের বন্ধু)।
☆ লেফাফা দুরস্ত (বাহ্যিক আড়ম্বর বেশি)।

## শ/ষ

☆ শাক দিয়ে মাছ ঢাকা (অপকর্ম ঢাকার চেষ্টা)।
☆ শকুনি মামা (কুমন্ত্রণাদাতা)।
☆ শাঁখের করাত (উভয় সংকট)।
☆ শূন্যে সৌধ নির্মাণ (অবাস্তব কল্পনা)।
☆ শিরে সংক্রান্তি (সামনে বিপদ)।
☆ শিব গড়তে বাঁদর (প্রত্যাশার বিপরীত ফল)।
☆ শাপে বর (অমঙ্গলে মঙ্গল)।
শিমুল ফুল (রূপবান কিন্তু অপদার্থ)।
☆ শিয়ালের যুক্তি (বৃথা পরামর্শ)।
☆ শিবরাত্রির সলতে (শেষ অবলম্বন)।
শিং ভেঙে বাছুরের দলে (ছেলেমানুষী করা)।
শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল (দুষ্ট ব্যক্তিকে দুষ্ট ব্যক্তির সমর্থন করা)।
শক্ত ঠাঁই (কঠিন স্থান)।
শবরীর প্রতীক্ষা (দীর্ঘ সাগ্রহ অপেক্ষা)।
শূন্য কলসির আওয়াজ বেশি (সারবত্তাহীন ব্যক্তির আস্ফালন বেশি)।
শক্তের ভক্ত নরমের যম (শক্তিমানকে ভয় করে অথচ দুর্বলকে অত্যাচার করে)।
শঠের মায়া তালের ছায়া (কপটের ভালোবাসায় গুরুত্ব দিতে নেই)।
শনির দশা (দুঃসময়)।
☆ শানাইয়ের পো (সায় দিয়ে যাওয়া)।
☆ শ্রীঘর (জেলখানা)।
☆ ষাঁড়ের গোবর (অপদার্থ)।
☆ ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খায় (উভয় উভয়ের শত্রু)।

## স

☆ সুখের পায়রা (সুদিনের বন্ধু)।
☆ সরস্বতীর বরপুত্র (বিদ্বান)।
☆ সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে (অভিজ্ঞ ব্যক্তি সামান্য দেখলেই বুঝতে পারেন)।
☆ সবুরে মেওয়া ফলে (অপেক্ষায় ভালো ফল হয়)।
☆ সোনায় সোহাগা (শুভ যোগ)।
☆ সাপের পাঁচ পা (অত্যন্ত বাড়াবাড়ি)।

☆ সাপের ছুঁচো গেলা (উভয় সংকট)।
☆ সাত পাঁচ (নানাপ্রকার)।
সর্বনাশের মাথায় বাড়ি (চরম বিপদ)।
☆ সসেমিরা (মন্দ অবস্থা)।
☆ সোনার প্রতিমা (অত্যন্ত সুন্দরী)।
☆ সাক্ষীগোপাল (অপদার্থ দর্শক)।
সতীসাবিত্রী (সতী রমণী)।
সাহসে লক্ষ্মী (সাহস করে কাজ করলে সফল হয়)।
সাতেও নেই পাঁচেও নেই (কোনো কিছুতেই না থাকা)।
সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে (অসুবিধা স্বীকার করেও কাজ সফল করা)।
সমুদ্রে পাতিয়া শয্যা শিশিরে কী ভয় (বৃহত্তম দুঃখের আবর্ত কাটিয়ে সামান্য দুঃখে ভয় পায় না)।
সব ভেড়ার এক ডাক (বুদ্ধিহীনদের কাজের ধারা একই রকম হয়)।
সাপ হয়ে দংশে ওঝা হয়ে ঝাড়ে (দুষ্ট প্রকৃতির মানুষের বন্ধুত্বের ভান)।
সাতরাজার ধন (অমূল্য সম্পদ)।
সস্তার তিন অবস্থা (স্বল্প মূল্যে জিনিস ভালো হয় না)।
সাতঘাটের জল খাওয়ানো (খুব নাজেহাল করা)।
সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় (অকারণে দুঃখ ডেকে আনা)।
☆ সোজা আঙুলে কি ঘি ওঠে (বদ লোককে সহজে সৎপথে আনা যায় না)।
☆ সাপে নেউলে (প্রবল শত্রুতা)।
☆ সর্বঘটে কাঁঠালি কলা (বিরক্তিকরভাবে উপস্থিত থাকে)।

## হ

☆ হাতির খোরাক (আহারে অধিক খরচ)।
☆ হাতে মারে না ভাতে মারে (ঘুরিয়ে ক্ষতি করে)।
☆ হাতটান (চুরির অভ্যাস)।
☆ হরিঘোষের গোয়াল (কাজের নামে আড্ডা)।
☆ হ-য-ব-র-ল (বিশৃঙ্খল অবস্থা)।
☆ হবু রাজার গবু মন্ত্রী (অপদার্থের অপদার্থ উপদেষ্টা)।
☆ হাতেখড়ি (প্রথম শিক্ষা)।
☆ হাটে হাঁড়ি ভাঙা (গোপন কথা প্রকাশ করা)।
☆ হাতের পাঁচ (শেষ সম্বল)।
☆ হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা (সৌভাগ্যকে অবহেলা করা)।
হাড়কালি (অত্যন্ত পরিশ্রম)।
হাড়ে বাতাস লাগা (শান্তি লাভ করা)।
☆ হাতিপোষা (অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ)।
☆ হাতে পাঁজি মঙ্গলবার (প্রমাণ থাকতে অনুমানের দরকার নেই)।
☆ হর্ষবর্ধনের ঠাট (আভিজাত্যপূর্ণ চালচলন)।
☆ হরিহর আত্মা (একমন, এক প্রাণ)।
☆ হাঁড়ির হাল (অত্যন্ত দুরবস্থা)।
☆ হাড় হাভাতে (খুব দরিদ্র)।
☆ হিতে বিপরীত (ভালো করতে গিয়ে মন্দ হওয়া)।
☆ হাতের নোয়া (সধবা থাকা)।
হালে পানি না পাওয়া (সুযোগ না পাওয়া)।
হাতে মাথা কাটা (প্রভুত্ব খাটানো)।
হাতি যখন ডহরে পড়ে চামচিকেতে লাথি মারে (মানী ব্যক্তির দুর্দিনে সামান্য লোকও অপমান করে)।
হাড় জুড়ানো (স্বস্তিলাভ / শান্তিলাভ)।
হাত করা (বশে আনা)।
হাত দেওয়া (শুরু করা)।
হাত পা বেঁধে জলে ফেলা (অসহায় সর্বনাশের পথে ঠেলে দেওয়া)।
হাতে কলমে (ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা)।
☆ হাল ছাড়া (হতাশ হওয়া)।
হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না (আদেশদাতার অপসারণ হলেও হুকুমের পরিবর্তন হয় না)।
হাতে পাওয়া (আয়ত্তের মধ্যে)।
হেলে ধরতে পারে না কেউটে ধরতে যায় (যোগ্যতার সীমানা বুঝে কাজ না করা)।
হাতে দই পাতে দই তবু বলে কই কই (প্রচুর থাকা সত্ত্বেও আরও চায়)।
☆ হরিষে বিষাদ (আনন্দের সময় দুঃখের উপস্থিত হওয়া)।

১০

❐ স্কুল ব্যাগের ওজন কমাতে রাজ্য সরকার সম্প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে—এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

**স্কুল ব্যাগের ওজন কমানোর উদ্যোগ**

**নিজস্ব সংবাদদাতা :** স্কুল ব্যাগের ভারে খুদে পড়ুয়াদের শিরদাঁড়ার ক্ষতি হচ্ছে ও মন পিষে যাচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে। ২০০৬ সালে কেন্দ্রীয় আইনে জানানো হয়েছিল, পড়ুয়াদের ব্যাগের ওজন শরীরের ওজনের ১০ শতাংশের বেশি করা যাবে না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে বলেছে, পঠন-পাঠন ও স্কুল ব্যাগের ওজন সংক্রান্ত নির্দেশিকা পালন করতে হবে। রাজ্য সরকারের দাবি, ২০১৪ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে এই নিয়ম চালু রয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, সম্প্রতি রাজ্যের স্কুল শিক্ষাদপ্তর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, বই আনতে হবে দিনের রুটিন অনুযায়ী, রুটিনের বাইরে অন্য কোনো বই স্কুল ব্যাগে রাখা যাবে না। কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী স্কুল শিক্ষাদপ্তর বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়াদের ব্যাগের ওজন দেড় কিলোগ্রামের বেশি হবে না। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে ৩ কিলোগ্রামের বেশি নয়, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম ৪.৫ কিলোগ্রামের বেশি নয়, নবম ও দশম শ্রেণিতে ব্যাগের ওজন হবে সর্বাধিক পাঁচ কিলোগ্রাম। 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং'-এর সুপারিশ অনুযায়ী, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়াদের হোমওয়ার্ক বা বাড়ির পাঠ দেওয়া যাবে না। তাদের বই বিদ্যালয়ে থাকবে। বই রাখার জন্য বিদ্যালয়ে পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। অন্যান্য শ্রেণির ক্ষেত্রে পাঠ্যবই ব্যতীত অন্য বই স্কুলব্যাগে রাখা যাবে না। রাজ্যের পাঠক্রম কমিটির চেয়ারম্যান অভীক মজুমদার বলেছেন, "সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সব স্কুলে দ্রুত এই নিয়মবিধি চালু করা হবে।"

স্কুল শিক্ষাদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, স্কুল ব্যাগ পড়ুয়াবান্ধব হতে হবে। পড়ুয়াদের দু'কাঁধে নেওয়া যায় এমন ধরনের স্ট্র্যাপ লাগানো ব্যাগ দিতে হবে। বিদ্যালয়ের রুটিন এমনভাবে হবে যাতে ব্যাগ ভারী না হয়। সম্প্রতি রাজ্য সরকার সব স্কুলে লকার তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছে। এই বিষয়ে অভিভাবকদেরও সচেতন থাকতে বলা হয়েছে।

১১

Thank
you